দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 SEP 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

0.000 29

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে দেয়া যায় না
—প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, জাতির বড় আশা, আমাদের ছাত্রসমাজ সর্বস্তরে ভবিষ্যত নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য করে নিজেদের গড়ে তুলবে।

গতকাল ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সস্টিটিউশনে জাতীয় ছাত্র সমাজের এক বিরাট সম্মেলনে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের স্বার্থকে সমুন্নত করার এক গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে আমার ছাত্র সমাজের; মাতৃভূমিকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে জাতি ছাত্র সমাজের কাছে যা আশা করে তারা তার উপযুক্ত বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করবেন বলে প্রেসিডেন্ট আশাবদ ব্যক্ত করেন।

এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, সরকার শিক্ষার অগ্রগতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেজন্যই এই খাতে বর্ধিত হারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। তিনি সামাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করতে ছাত্র সমাজেনর প্রতি আহবান জানান।

কোনো কোনো মহল কর্তৃক শান্তিপূর্ণ শিক্ষা-পরিবেশ বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, এরা শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা সৃষ্টি

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে এবং জাতিকে দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করছে এবং দেশের দক্ষ জনশক্তি সংকট সৃষ্টি করছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে দেয়া যেতে পারে না, "কলমকে বন্দুকে, পেন্সিলকে ড্যাগারে এবং শিক্ষা সিলেবাসকে সন্ত্রাসবাদে পরিণত হতে দেয়া যায় না।"

তিনি বলেন, জ্ঞান অন্বেষণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ক্যাম্পাসের পবিত্রতা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ জাতীয় ছাত্র সমাজ গঠনের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, এই সংগঠন সঠিক শিক্ষাপরিবেশের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার বাণী নিয়ে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, আমাদের ছাত্ররা মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে রক্তদান করেছে এবং স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, এখন তাদের উপর আবার দায়িত্ব এসেছে তারা যেন নেতিবাচক রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে না পড়েন এবং দেশ যাতে সমৃদ্ধির পথে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যায় সেদিকে তারা যেন লক্ষ্য রাখেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ এম, এ মতিন, উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এবং উপমন্ত্রী জিয়াউদ্দীন আহমদ এবং জাতীয় ছাত্র সমাজের আহবায়ক রফিকুল হক হাফিজ।